পাঠক ফোরাম

পুলিশের প্রহসন

গাজীপুর সদরের বাসন ইউনিয়নের গ্রাম মোগরখাল গ্রামে বেশ কিছুসংখ্যক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে এবং তৈরি হচ্ছে। এ গ্রামের মাঝ দিয়েই ঢাকা-মদনপুর বাইপাস সড়ক। নির্মাণাধীন এক গার্মেন্টসের কাজ নিয়ে গ্রামের দু'দলের মাঝে রেষারেষি চলছে। দু'দলের আশ্রয় দুই বটবৃক্ষ- ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল। ক্ষমতাসীন দলের বহুদিনের টার্গেট স্থানীয় বিরোধীদলীয় নেতাকে যমের ঘর দেখানো। আর তাই তারা বেছে নেয় ১৯ আগস্টকে। ঐদিন গ্রামে এক বিয়ের অনুষ্ঠান এবং ঐ অনুষ্ঠানে আসবে আওয়ামী লীগ নেতা। সময় ৪টা ২০ মিনিট। কনেপক্ষের লোকদের খাওয়া-দাওয়া শেষে বরপক্ষের লোক সবে খেতে বসেছে। আর তখনি 'ঐ ধর ধর' আওয়াজ আর লোকজনের ছোটাছুটি। শত শত লোক জমে যায় বাইপাসের রাস্তায়। বিয়েবাড়ি শূন্য। খবর আসে লীগ নেতাকে মারার জন্য বিএনপি ক্যাডাররা আক্রমণ চালিয়েছে। মানুষ দেখলো পুলিশ এসে পড়েছে। তাই তারা পুলিশের নির্ভরতায় দেখছিল কি ঘটছে। কিন্তু পুলিশের সামনেই যখন বিএনপি ক্যাডাররা অবৈধ অস্ত্র বের করে ফাঁকা গুলি করে তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক। তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটে যখন তারা দেখে গুলি ফাঁকা নয়, তাদের লক্ষ্য করেই করা হচ্ছে। প্রাণের ভয়ে যে যে দিকে পারল সেদিকে ছুটলো। এক যুবকের ভাষায়, 'জীবনে এই প্রথম এতো ভয় পেয়েছি।' মানুষ হতবাক, যে পুলিশ জনগণের বন্ধু তাদেরই ছত্রছায়ায় কি করে ক্যাডাররা আক্রমণে আসে! সন্ধ্যায় যার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান সেই ইউপি মেম্বার নিজে গিয়ে নিয়ে আসেন পুলিশ কর্মকর্তাকে ঘটনা তদন্তের জন্য। কিন্তু তিনি যা করলেন তা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি তার যে ব্যবহার শত শত মানুষকে দেখিয়ে গেলেন তাতে বলতে হয়, জীবনে কোনো শিক্ষাই কোনো কাজে আসেনি। ব্যর্থ তার সেই বাবা-মা যারা ছেলেকে কষ্ট করে মানুষ করেছেন, গর্ব করে বলে বেড়িয়েছেন আমার ছেলে পুলিশের অমুক। তার বাবা-মা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে আমি তাদের কাছে করজোড় অনুরোধ করবো, দয়া করে কাউকে পরিচয় দেবেন না যে, আমার এক ছেলে আছে- সে পুলিশ। এক যুবক যখন বলল, 'দেশে আইন বলতে কিছু নেই'- তখন সেই পুলিশ কর্মকর্তার কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আর ঘটনা তদন্ত না করেই উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে উত্তপ্ত বাক্য ছুঁড়ে চলে যাবার কারণে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এতোটুকু না লিখে পারলাম না।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী
নাম প্রকাশে ভীত, গাজীপুর

দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন

সারা দেশে বন্যার পানি নেমে যাচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটছে। নিচু এলাকার মানুষ ব্যাপকহারে নানা রকম রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। হাওড় ও অন্যান্য পানিবন্দি এলাকার লোকজন বন্যার পানিতে প্রাকৃতিক কাজ সেরে আবার ঐ পানিতেই হাত মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে নিত্য নৈমিত্তিক সব কাজে ব্যবহার করছে। দুর্গম এলাকার লাখ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও স্যালাইনের অভাবে দিনাতিপাত করছে। মফস্বলসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় আশঙ্কাজনক হারে রোগ ছড়াচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি পালন করা যাচ্ছে না বলে আমাশয়, জলবসন্ত, সর্দি, কাশি, নিউমোনিয়া, চোখ-কানের সমস্যা, চর্ম রোগসহ বিভিন্ন রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গু জ্বর। এই দুর্যোগে সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি এবং সরকারের কাছে আবেদন থাকবে, মিরপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো জরুরি মেডিকেল টিম গঠন করে বিনামূল্যে দুর্গত এলাকায় চিকিৎসা এবং ওষুধ দিয়ে জনগণকে রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

মোবারক, তেভাগিয়া,
ঘনিয়ারচর, হোমনা, কুমিল্লা

দুর্নীতি নয়, সততায় সেরা হোন

টিআইবি বাংলাদেশ চ্যাপ্টার যোগাযোগ খাতকে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ সংস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। টিআইবিকে ধন্যবাদ। যোগাযোগ খাত যে দুর্নীতির মাঝে আটকে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় রেলওয়ের দিকে তাকালেই। দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনায় যোগাযোগ খাত রেলওয়ে সরকারের অমনোযোগিতা আর দুর্নীতির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কিছুদিন আগেই সাপ্তাহিক ২০০০ একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো। তার মাত্র দু'মাসের মাথায় টিআইবির এই প্রতিবেদন। সাপ্তাহিক ২০০০কে ধন্যবাদ যে তারা সম্ভাবনাময় এই সেক্টরটিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছে। সড়ক পথকে সুবিধা দিতে রেলওয়েকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত যে কতো ভুল তাও ঐ রিপোর্টে দেখানো হয়েছিলো। রিপোর্টটির কথা উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, দেশের মন্ত্রী-আমলারা আজকাল পত্রিকার রিপোর্ট দেখে ভয় পান না। যদি তাই হতো তাহলে যোগাযোগমন্ত্রী চেষ্টা করতেন এই সেক্টরের দুর্নীতি কমিয়ে রেলওয়েকে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে। রেলওয়ের সর্বোচ্চ কর্তা থেকে রেলওয়ে পুলিশ কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এটা ওপেন সিক্রেট। যোগাযাগমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, এবার সেরা হয়েছেন দুর্নীতিতে- পরেরবার অন্তত সেরা হোন সততায়। রেলওয়েকে প্রতিষ্ঠিত করুন, বাসমালিকদের প্রশ্রয় কম দিন- দেখবেন যোগাযোগ খাত সততা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

ইটের ভাটা নিয়ে ভাবতে হবে

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র, জনবহুল ও উন্নয়নগামী দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে উন্নয়নের

ঝগড়াপুরের প্রত্যাবর্তন

ভ্যন ইউসেনের ঝগড়াপুর আবার ভর করেছে বাংলাদেশের ঘাড়ে। 'হাওয়া জাদু'র ঝলকানিতে টিনের স্যুটকেসের ভেতর থেকে ছেঁড়া জামা-গেঞ্জির বদলে জাহাজ বেরিয়ে সেই জাহাজ পানি ছেড়ে বিশেষ ভবনের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে চলতি নাটকের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। ধীর ধীরে গোটা দেশটাই এক ভবনের কেবলামুখী। সমস্ত কিছুর ধ্যান-জ্ঞান এই ভবন। কখনো জলপাই উর্দিতে বিশেষ হত্যার অধিকারে, কখনো 'র‍্যাব'-এর ব্যানারে। কাজ একই- হত্যা। বিচারের নামে, জিজ্ঞাসাবাদের নামে। হায়রে আইন আর আদালত! সবাই এখন সার্কাসের ভাঁড়। দৌড়ায়, লাফায়, আর বোমা/গুলিতে মরে এবং 'হাওয়া' পুত্রগণ আধুনিক ডাংগুলি পেটায়। হয়তো বা কাউকে পেটাতে হাত পাকায়। এই পেটুয়া বাহিনীর ভিড়ে হতবিহ্বল আমি উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাই। হাওয়াই জাহাজের ভটভটানিতে নিঃশেষ হওয়ার আগেই কাকের বাসা বাংলাদেশকে নিঃশ্বাস নেবার উপযুক্ত করতে হবে। ভবন পুত্রদের বরদান থেকে বাঁচতে হবে।

কা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনীতি এবং ড. আজাদের মৃত্যু

গত ১২ আগস্ট জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় ডর্মিটরিতে ড. হুমায়ুন আজাদের জীবনাবসান ঘটে। যদিও জার্মান পুলিশ ও ডাক্তারদের মতে তাঁর মৃত্যুটা অস্বাভাবিক নয়। তারপরও আমাদের দেশের কিছু রাজনীতিবিদ এ নিয়ে মাঠ গরম করার চেষ্টা করছেন। হুমায়ুন আজাদ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে খোলামেলা বক্তব্যের জন্য ছিলেন বিতর্কিত। যদিও তাঁর অসংখ্য ভক্তও রয়েছে। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন শিক্ষক তথা মানুষ গড়ার কারিগর। বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর ওপর বর্বরোচিত হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আজ অবধি পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এমনকি কে বা কারা তাঁর ওপর হামলা করেছিলো তাও তারা তদন্ত করে বের করতে পারেনি। যদিও সরকার তাঁর চিকিৎসার পুরো ব্যয়ভার বহন করেছে কিন্তু তাঁকে নিরপত্তা দিতে পারেনি। মূলত এ কারণেই তিনি জার্মানি প্রবাসী হয়েছিলেন। আমরা আশা করবো, ড. আজাদের মতো এমন দুঃখজনক পরিণতি আর কোনো শিক্ষককে বরণ করতে না হয়।

এস এম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, হসপিটাল

দৃষ্টি আকর্ষণ

জিয়ায় পাবলিক টয়লেট

গত ৮ আগস্ট '০৪ প্রতীক্ষায় ছিলাম BG61-এর জন্য। ব্যাংকক থেকে জিয়ায় ল্যান্ড করতে ঘন্টাখানেক দেরি হবে। ভাগ্নেসহ পাবলিক টয়লেটে গেলাম। Standing urinal-এর ফ্লাশ প্রত্যেকটা নষ্ট। টয়লেটের ভিতরে ফ্লাশ নষ্ট। আমি যেমন তেমন, আমার ১৪ বছরের ভাগ্নে কিছুতেই টয়লেট use করতে পারছিলো না। টোলে বসে থাকা Care takerকে জিজ্ঞেস করলাম, 'টয়লেটের এমন দুরবস্থা কেন?' টাকা তো নেয়া হচ্ছে ঠিকই। টোলে বসে থাকা ভদ্রলোককে পরে নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং জেনেছিলাম বেলাল হোসেন। উনি রাগতস্বরেই বললেন, 'পত্রিকায় লিখে দেন, তাহলে ঠিক হবে, না হয় এমনই থাকবে।' কথাটা বড়ই বেমানান লাগলো। আমার পরামর্শ হলো, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মতো Posh area-তে এমন জঘন্য টয়লেট ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে Care taker দের ব্যবহার ও কথাবার্তাও খানিকটা ভদ্রজনোচিত হলে ভালো। পাবলিক টয়লেটের নির্মাণশৈলী যুগোপযোগী Urinal-এ ন্যাপথলিন রাখলে Basin-এ পাঁচ টাকা মূল্যের ছোট্ট সাবান রাখলে আমার মনে হয় যাত্রীর অপেক্ষায় থাকা ঘনিষ্ঠজনদের উপকার হবে। ত্বরিত ব্যবস্থাপনার জন্য কর্তৃপক্ষকে আগাম সাধুবাদ জানিয়ে রাখছি।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ধারাকে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে এতে এই দেশের মানুষের ভাগ্য কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না। বাংলাদেশ সরকার একাগ্রতার সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ এই যে, যেভাবেই হোক দেশকে উন্নয়নের শেষ ধারায় নিয়ে পৌঁছাবে। কিন্তু কিভাবে সেই পথটাকে জয় করবেন তা বাংলাদেশ সরকার বা জনগণ কেউ জানে না। তাই নতুন কিছু নয়, বরং আগের পুরনো সমস্যাই এখন আরো বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই সমস্যাটি হল ইটের ভাটা বৃদ্ধি ও এর অপ-পরিচালনা। বাংলাদেশে ইটের ভাটা কি পরিমাণ পরিচালিত হচ্ছে সম্ভবত সরকার নিজেও এর কোনো হিসাব দিতে পারবে না। কিন্তু এর অপ-পরিচালনা হচ্ছে সেদিকে কি সরকারের কোনো প্রকার খেয়াল বা হিসাব আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে বড় ইটের তৈরি দালান কোঠা। জনগণের স্বার্থেই বা চাহিদা মেটাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট ভাটার সংখ্যা শুধু নিজেদের চাহিদা মেটাতে দেশকে, বিশ্বকে এবং আগামী প্রজন্মের মানুষদেরকে অন্ধকারে ঠেলে দেব তা ঠিক নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ইট তৈরির কাজে যে সকল জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। যেখানে খনিজ দ্রব্য কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার কথা, সেখানে তা হচ্ছে না। বরং অধিকাংশ ইট ভাটাতেই বেশি পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। ফলে আমাদের পারিপার্শ্বিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। কাঠকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের পরিবেশ, দেশ ও গোটা বিশ্ব। ইটের ভাটায় কি পরিমাণ কাঠ ব্যবহার হচ্ছে তা সঠিকভাবে কেউ জানে না। তবে বৃক্ষ ও বন পরিবেশের ওপর যে এর একটা প্রভাব পড়ছে সেটা কিন্তু স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব দেখার পরও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নীরব। অধিক হারে কাঠ পেড়ানোর কারণে নির্গত হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস, যা পরিবেশকে মারাত্মকভাব ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এছাড়া ভাটায় যে চিমনি ব্যবহার করার প্রয়োজন তা করা হচ্ছে না, অনেক সমস্যায় জর্জরিত ইটের ভাটা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শামীম আহমেদ
মিরপুর

প্রসঙ্গ: ক্রিকেট

হরিদশা/দুর্দশা কি শেষ হবে না! এ ব্যাপারে কিছু পরামর্শ

যখন বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পায়নি তখন এ দেশের ক্রিকেট প্রেমিকগণ বিভিন্ন দেশের সমর্থক হিসেবে বিভক্ত ছিলেন। তখন কেউ পাকিস্তান, কেউ ভারত আবার কেউ বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের অথবা অন্য কোনো দেশের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস (Test status) পাবার পর থেকে এখন সকলেই বাংলাদেশের সমর্থক। প্রত্যেক সমর্থকই চায় তাদের দল একবার যদি হারে তবে পরের খেলায় যেনো জিত পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাংলাদেশ দল বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে (Ranking) সকলের নিচে রয়েছে। কোনো পয়েন্ট না পেয়ে শূন্য (০) তে আছে। সমর্থকদের জন্য এটা যে কত বড় দুঃখ তা বলে বোঝানো যাবে না। টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার পর আজ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। কিন্তু আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়েছি। দলগতভাবে কোনো উন্নতিই হয়নি। বারবার কোচ পরিবর্তন করেও কোনো ফল পাওয়া গেলো না। এ দুর্দশার কোনো পরিবর্তন হলো না। আমরা বারে বারে পরাজিত হবো তাতো কাম্য নয়। এ অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে। এখন নতুন কিছু চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। ক্রিকেটের ব্যাপারে বিশ্বে যারা বরণীয় তাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমাদের দল সম্বন্ধে তাদের অভিমত গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের কোথায় ভুল, কোথায় অসুবিধা তা আমরা বুঝতে পারছি না। হয়তো তারা আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে তা শোধরাবার সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা ইমরান খান, মিয়াদাদ, ওয়াসিম আকরাম, কপিল দেব, গাভাস্কার, টেন্ডুলকার, জয়সুরিয়া প্রমুখদের দেশে আমন্ত্রণ করে এনে তাদের অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি। যদি তাদের একত্রে আনা যায় তবে সবচেয়ে ভালো হয়। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের দলগুলো কঠিন অনুশীলন চালিয়ে গেলে হয়তো ভালো কিছু হবে। এ ব্যাপারে সরকার, ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ক্রিকেট বোর্ডের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
২০, পুষ্পরাজ সাহা লেন
লালবাগ, ঢাকা

রাজনীতি কোন পথে

রাজনীতি দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণের জন্য। গণতন্ত্রে দল থাকবে এবং দলে দলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও থাকবে এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি প্রতিহিংসা, হানাহানি ও শত্রুতা প্রভাব বিস্তার করে তাহলে গণতন্ত্র পরাস্ত হতে বাধ্য। আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস, অনাস্থা ও শত্রুতার বিপক্ষ পরিবেশ বিদ্যমান এবং সন্ত্রাস ও নাশকতার অপশক্তি যেভাবে আমাদের রাজনীতির অঙ্গনকে দূষিত করেছে তা কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দেশবাসীর মধ্যে অজানা আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে। দেশটা কোথায় যাচ্ছে, দেশের রাজনীতি কোন পথে তা নিয়ে প্রতিটি মানুষ উদ্বিগ্ন। ক্ষমতার রাজনীতিতে ঘটতে পারে না এমন কোনো ঘটনা নেই। প্রতিপক্ষকে বিব্রতকর বা বেসামাল অবস্থায় ফেলা, নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার ও দেশবাসীর সহানুভূতি অর্জনের কৌশলও রাজনীতিতে অহরহ গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের কৌশলে সাময়িকভাবে কেউ লাভবান হলেও শেষ পর্যন্ত তা আর টিকে থাকতে পারে না। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের অত বড় ট্র্যাজেডির পর আওয়ামী লীগ শেষ হয়ে যায়নি, ১৯৮০ সালের ৩১ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যার পর বিএনপি শেষ হয়নি। অধ্যাপক গোলাম আযমকে গণ-আদালতে ফাঁসির নাটক করে কিংবা নিমূল কমিটি গঠন করে জামায়াতকেও শেষ করা যায়নি। এটাই রাজনৈতিক বাস্তবতা। কোনো নেতা বা নেত্রীকে হত্যা করে কোনো দলের রাজনীতি শেষ করা যায় না। হত্যা, সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার ঘৃণ্য রাজনীতি কোনো জাতির জন্যই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস, অনাস্থা ও শত্রুতার বিপক্ষ পরিবেশ বিদ্যমান এবং সন্ত্রাস ও নাশকতার অপশক্তি যেভাবে আমাদের রাজনীতির অঙ্গনকে দূষিত করেছে তা কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি দেশবাসীর মধ্যে অজানা আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছে। দেশটা কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে প্রতিটি মানুষ উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় বিশেষ করে যারা পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করছেন তারাসহ সকল দল ও নেতাদের মধ্যে সন্ত্রাসী চক্র ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে দেশ এক চরম ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে এবং দেশের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে। যারা দেশও জনগণের স্বার্থ আর কল্যাণ চিন্তা করেন তাদের রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তই দেশবাসীর কাম্য। তাই আমরা আশা করবো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে তাদের সঠিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন।

হোসাইন মুহাম্মদ ইফতেখারুল হক
সদস্য সচিব/ইউপি মেম্বার, ইউপি মেম্বার এসোসিয়েশন, উপজেলা: সাতকানিয়া, জেলাঃ চট্টগ্রাম